গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, চাঁদপুর।

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স প্রতিবেদন
মাস ঃ সেপ্টেম্বর-২০১৬

CRIMINAL RULES AND ORDERS (PRACTICE AND PROCEDURE OF SUBORDINATE COURTS), 2009 VOLUME-1 এর 481 বিধি মোতাবেক গত ২৩-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় চাঁদপুর জেলা জজশীপের সম্মেলন কক্ষে চাঁদপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর আয়োজনে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ ঃ-

অনুষ্ঠান সূচী ঃ

ক) পরিচিতি পর্ব।
খ) স্বাগত বক্তব্য প্রদান।
গ) আলোচ্য বিষয়ের উপর উন্মুক্ত আলোচনা।
ঘ) সমাপনী বক্তব্য।

আলোচ্য সূচী ঃ

১। পেন্ডিং প্রসেস জারী এবং তামিলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণ।
২। আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
৩। সাক্ষীদের আদালতে আসা যাওয়ার সময় নিরাপত্তা বিধান।
৪। অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা সমূহ দূরীকরণ।
৫। জেল-হাজত হতে বিচারাধীন বন্দীদের আদালতে যথা সময়ে হাজিরকরণ।
৬। হুলিয়া এবং ক্রোকী পরোয়ানা দ্রুত জারীকরণ।
৭। আদালত প্রাঙ্গণে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের এবং বিচারিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৮। মালখানা হতে যথা সময়ে মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট আলামত সমূহ আদালতে উপস্থাপন।
৯। ফৌজদারী বিচার কার্য সুচারুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেসীর মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগীতা।
১০। মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
১১। গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয় (বিবিধ)।

কনফারেন্সে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১) জনাব আতোয়ার রহমান, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর। (সভাপতি)
২) জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
৩) জনাব মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চাঁদপুর।
৪) জনাব ডাঃ মোঃ গোলাম ফারুক ভূইয়া, সহকারী পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর।
৫) জনাব ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম, পক্ষে-সিভিল সার্জন, চাঁদপুর।

৬) জনাব রাজীব কুমার বিশ্বাস, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
৭) জনাব মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
৮) বেগম নাজমুন নাহার, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
৯) জনাব শেখ সাদী রহমান, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
১০) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, চাঁদপুর সার্কেল, চাঁদপুর।
১১) জনাব সেলিম আকবর, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, চাঁদপুর।
১২) জনাব মোঃ আমান উল্লাহ, পাবলিক প্রসিকিউটর (পি.পি), চাঁদপুর।
১৩) জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি, চাঁদপুর।
১৪) জনাব এডঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা, এ.পি.পি, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, চাঁদপুর।
১৫) জনাব এডঃ রেজা পাহলভি মজিদ শেলী, অতিরিক্ত পি.পি, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, চাঁদপুর।
১৬) জনাব এডঃ মোঃ শাহ আলম (১), এ.পি.পি, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, চাঁদপুর।
১৭) জনাব এডঃ আমির উদ্দিন ভূইয়া, এ.পি.পি, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১, চাঁদপুর।
১৮) জনাব মোঃ কবির হোসেন, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, চাঁদপুর।
১৯) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, অফিসার-ইন-চার্জ, শাহরাস্তি থানা, চাঁদপুর।
২০) জনাব মোঃ শাহ আলম, অফিসার-ইন-চার্জ, হাজীগঞ্জ থানা, চাঁদপুর।
২১) জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন, অফিসার-ইন-চার্জ, মতলব দক্ষিণ থানা, চাঁদপুর।
২২) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান মোল্লা, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), ফরিদগঞ্জ থানা, চাঁদপুর।
২৩) জনাব মোহাম্মদ আলমগীর, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), হাইমচর থানা, চাঁদপুর।
২৪) জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), মতলব উত্তর থানা, চাঁদপুর।
২৫) জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মিয়া, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), চাঁদপুর মডেল থানা, চাঁদপুর।
২৬) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), চাঁদপুর।
২৭) জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, এস.আই, কচুয়া থানা, চাঁদপুর।

কনফারেন্সের শুরুতেই উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। কনফারেন্সের সভাপতি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আতোয়ার রহমান কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২৪-৭-২০১৬

কনফারেন্সের সভাপতি হিসেবে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আতোয়ার রহমান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বিগত কনফারেন্স সমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর ইতিবাচক ফলাফল তুলে ধরেন। তিনি চাঁদপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চলতি মাসের মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে মামলা নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক বলে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্সের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ চাঁদপুরের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তিনি জানান। সাক্ষীর উপস্থিতি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য তিনি ফরিদগঞ্জ, শাহরাস্তি এবং হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানান।

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদেরকে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু মামলায় অভিযোগপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের সুস্পষ্ট ধারা উল্লেখ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে অভিযোগপত্র দাখেরের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত পুলিশ সদস্যগণকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাক্ষী উপস্থিত করণার্থে আরও

আন্তরিকভাবে কাজ করতে বলেন এবং সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে সে মর্মে নির্ধারিত তারিখে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের পরামর্শ দেন।

অতঃপর কনফারেন্সের মুক্ত আলোচনা হয়। বিজ্ঞ অতিরিক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব রেজা পাহলভী শেলী মজিদ শেলী তার বক্তব্যে বলেন, অনেক সময় পুলিশ কর্তৃক আদালতে যথাসময়ে সাক্ষী পাঠানো হয় না। এতে সাক্ষীকে প্রস্তুত করে সাক্ষ্য প্রদান করানো সম্ভব হয়ে উঠে না। তিনি প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে সাক্ষীদেরকে আদালতে উপস্তিত করানোর জন্য অনুরোধ করেন।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব শাহ আলম তার বক্তব্যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সাক্ষী হাজির করার ক্ষেত্রে পুরাতন মামলার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেন। চাঁদপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ সভাপতি জনাব সেলিম আকবর তাঁর বক্তব্যে পুলিশ কর্তৃক মামলা তদন্তে কতিপয় ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনেক সময় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে নাম থাকা সত্ত্বেও সেই আসামীর নাম অভিযোগপত্রে দেয়া হয় না। এ বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে আরও আন্তরিক হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। তিনি চাঁদপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭ ধারার অপরাধ বিচারের জন্য আরও অভিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেয়া উচিৎ। তিনি বক্তব্যের শেষে বার এবং বেঞ্চ এর সুসম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বক্তব্যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১০৭ এবং ১৪৫ ধারার বিধান নিয়ে আলোচনা করেন। বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব রাজীব কুমার বিশ্বাস দন্ডবিধির ১৮৮ ধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারার বিধান নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন। সিনিয়র এ এস পি জনাব নজরুল ইসলাম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, পাবলিক সাক্ষীদেরকে T.A. এবং D.A ব্যবস্থা করা উচিৎ। এতে তারা আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হবে। চাঁদপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের সহকারী পরিচালক জনাব ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম ফারুক উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, মেডিকেল বোর্ড ছাড়া মেডিকেল সার্টিফিকেট দেয়া হয় না এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব আশরাফুজ্জামান তার বক্তব্যে অভিযোগপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যগন আরও সতর্কভাবে কাজ করবে বলে আশ্বস্ত করেন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিনি আরও বলেন, বেসরকারী সাক্ষীদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার জন্য আইন থাকা জরুরী।

২৪-৭-২০২৫

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জুডিসিয়াল ম্যজিস্ট্রেট জনাব কফিল উদ্দিন, জুডিসিয়াল ম্যজিস্ট্রেট জনাব শেখ সাদী রহমান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, চাঁদপুর জেলা আইনজীবি সমিতির বিজ্ঞ সাধারন সম্পাদক, এবং পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। কনফারেন্স মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশের কর্তব্য বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। পরিশেষে মাননীয় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আতোয়ার রহমান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে এই বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, চাঁদপুর পুলিশ প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ন্যয় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে।

কনফারেন্সে আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ-

- যথযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মেডিকেল সার্টিফিকেট সরবরাহ করা তথা তদন্তকারী কর্মকর্তার রিকুইজিশন ছাড়া মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেয়া।
- সাক্ষী সমন থানায় গেলে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক সাক্ষী উপস্থিতিরি ব্যবস্থা করা অথবা উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- পুরাতন মামলাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাক্ষী উপস্থিত করণ।
- আদালত প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা।
- মামলার পুলিশ প্রতিবেদনে আইন এবং আইনের ধারা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা।

২৪-৯-২০১৬
(আতোয়ার রহমান)
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
চাঁদপুর।

স্মারক নং-সিজেএম/চাঁদ/প্রশা/২০১৬/ ৩৫৩/ তারিখ ঃ ২৪-০৯-২০১৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

১) মাননীয় সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় রেজিষ্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৩) মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ, চাঁদপুর।

অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

৪) বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর।
৫) পুলিশ সুপার, চাঁদপুর।
৬) সিভিল সার্জন, চাঁদপুর।
৭) অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চাঁদপুর।
৮) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-০১/০২/০৩, চাঁদপুর।
৯) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-০১/০২/০৩/০৪, চাঁদপুর।
১০) সভাপতি/সেক্রেটারী, জেলা আইনজীবী সমিতি, চাঁদপুর।
১১) বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, চাঁদপুর।
১২) কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, চাঁদপুর।
১৩) অফিসার-ইন-চার্জ, চাঁদপুর সদর থানা/হাইমচর থানা/হাজীগঞ্জ থানা/ফরিদগঞ্জ থানা/মতলব উত্তর থানা/মতলব দক্ষিণ থানা/কচুয়া থানা/শাহরাস্তি থানা, চাঁদপুর।
১৪) অফিস কপি।

২৪-৯-২০১৬
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
চাঁদপুর।